ক্যাথরিন বুলক

মুসলিম নারী ও পর্দা

ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন

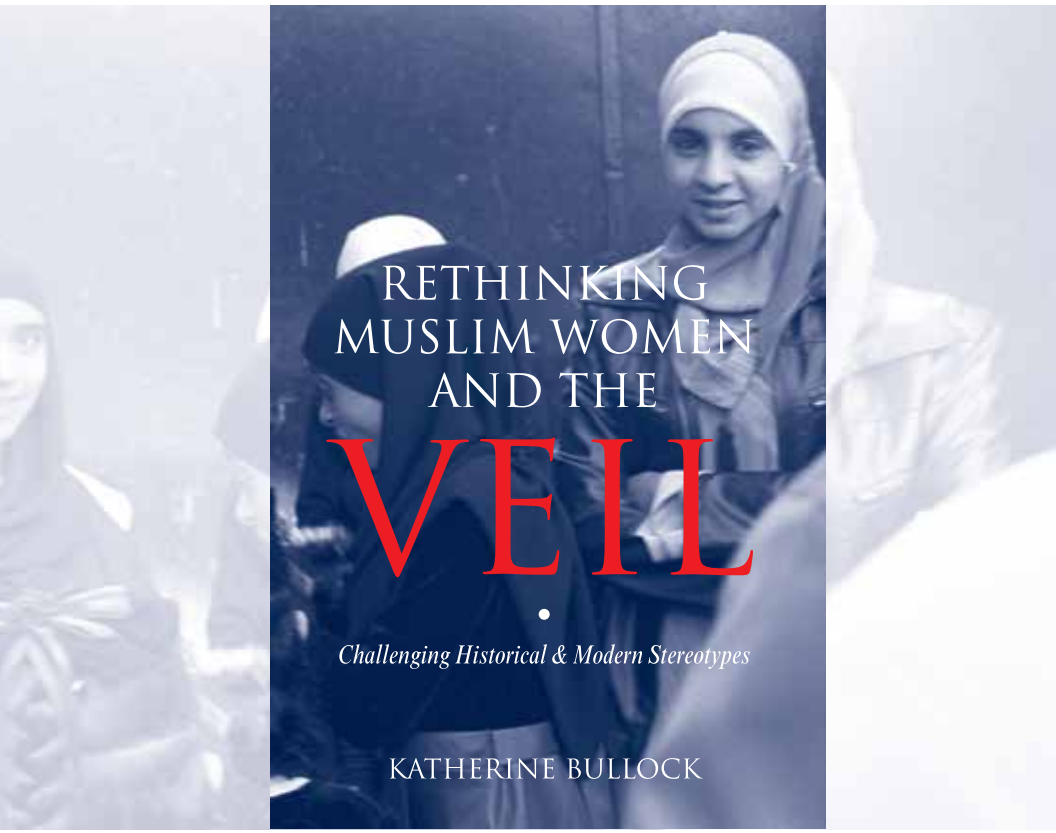

মুসলিম নারী ও পর্দা

ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন

মূল
ক্যাথরিন বুলক

অনুবাদ
ড. মুমতাহিনা

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ প্রসঙ্গে

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-এর প্রকাশনাগুলোর মধ্যে প্রধান প্রকাশনাসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ। পাঠকদের প্রকাশনার মূল বিষয়সমূহের চুম্বক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আইআইআইটি এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও সময়সাশ্রয়ী পাঠ হিসেবে পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য বড় বড় প্রকাশনার সযত্ন লেখাগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে BIB (Books-in-Brief) প্রকল্পের গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠকরা মূল প্রকাশনার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

ড. ক্যাথরিন বুলকের গবেষণামূলক গ্রন্থ *Rethinking Muslim Women and the Veil* শীর্ষক গ্রন্থটি আইআইআইটি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। ২০০৭ সালে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্পন্ন হয়। পর্দার ব্যাপারে গ্রন্থটিতে শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পর্দা সম্পর্কে পশ্চিমাদের মধ্যে যে বহুল প্রচলিত ধারণা রয়েছে তাকে মুসলিম নারীদের নির্যাতনের নমুনা হিসেবে মনে করা হয়। বৈশ্বিক এ বিষয়টিতে আর্থ-সামাজিক অনেক মূল বিষয়ের আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। পর্দার ব্যাপারে পশ্চিমাদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে যে ধারণা রয়েছে গ্রন্থকার এখানে সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন (হেরেমের আলোচনার সাথে উপনিবেশবাদ ও বহু সংস্কারের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনাসহ)। সাথে সাথে নারীবাদী আলোচনা এবং পর্দাতত্ত্বের ওপর বিকল্প আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা। হিজাবের ওপর লেখক কানাডার নারীদের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুসলিম নারীর এরূপ একটি নমুনার প্রেক্ষিতের ওপর এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

পিএইচডির একজন ছাত্রী হিসেবে গবেষণার সময় লেখক ইসলাম গ্রহণ করেন। আরো মজার ব্যাপার হলো মানুষের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মানুষের প্রতিক্রিয়া তার ডক্টরেটের মূল বিষয়টি পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ কারণে তার পিএইচডি গবেষণার বিষয় হিসেবে পর্দা বিষয়টিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। লেখক

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভুল বুঝাবুঝির সযত্ন ও সতর্ক গবেষণার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক কিছু কিছু মানসিক ও নেতিবাচক মৌলিক বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যে বিষয়গুলো বর্তমান সময়ে আলোচনার বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পর্দা পশ্চিমে যে বিশাল এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে তা নিয়ে যেকোনো অধ্যয়ন বা বিতর্কে ড. বুলকের কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি করে।

সূচি

সূচনা ॥ ৭

প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক যুগে হিজাব ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
টরেন্টোতে হিজাব পরার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ॥ ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
হিজাবের বহুবিধ অর্থ ॥ ২১

চতুর্থ অধ্যায়
মেরনিসি এবং পর্দা সম্পর্কে আলোচনা ॥ ২৬

পঞ্চম অধ্যায়
পর্দার বিকল্প তত্ত্ব ॥ ৩১

উপসংহার ॥ ৪০

তথ্যসূত্র ॥ ৪৪

সূচনা

১৯৯১ সালের কথা। আমি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখছিলাম। অনুষ্ঠানে একজন তুর্কি নারীর পর্দার দিকে ফিরে আসার কাহিনি প্রচার করা হচ্ছিল। নিম্নমানের একটি অনুষ্ঠান, আমি ভাবলাম সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে। অনেক পশ্চিমার মতো আমিও ভাবতাম ইসলাম নারীদের নির্যাতন করছে। তাদের নির্যাতনের প্রতীক হলো পর্দা। কোনো স্টোরের জানালার ভেতর দিয়ে দীর্ঘ চারটি বছর পর যখন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলাম, আমি তখন একেবারে ওইসব নির্যাতিত নারীদের মতো পোশাক পরিধান করেছিলাম। এ অবস্থায় আমার আশ্চর্য হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে কল্পনা করুন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সময় আমার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর চার বছর পরের পরিণতি হলো আমার ইসলাম গ্রহণ। আমার এ যাত্রায় আমি ইসলামকে ঘৃণার চোখে দেখেছি, পরক্ষণে ইসলামকে সম্মান করতে, ইসলামের প্রতি আমার আকৃষ্ট হতে, আবার ইসলামের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই একজন নারী হিসেবে আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো পর্দা (Veil)।

ইসলামের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতি আমার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও নারীদের প্রতি নির্যাতন করার বিষয়ে আমার বিশ্বাসের কারণে আমি খুব গভীর সমস্যায় ছিলাম। আমি ভাবতাম পর্দা বিষয়টি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিশেষ, মুসলিম নারীরা অবশ্যই পর্দাপ্রথা বর্জনে কাজ করবে। কুরআন থেকে আমাকে দেখানো হয়েছে যে, অনেক মুসলিমের ধারণা নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরই আবৃতকরণের (Covering) বিষয়টি প্রযোজ্য। এর পরে আমি বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কুরআনে আবৃতকরণের বিষয়টিকে আরোপ করা হয়েছে। আমি বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম; আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি; মুসলিম নারীদের জন্য আমার দুঃখবোধ হতে লাগল। কুরআনের আয়াত যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ইসলামে বিশ্বাসী নারীর জন্য আবৃতকরণের আমলটি করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগে হিজাব

পশ্চিমা বিশ্বে কখন পর্দা নির্যাতনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়? পর্দার প্রচলিত ধারণার ব্যাপারে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারব না; তবে এটি স্পষ্ট যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ধারণার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে পর্দাকে মুসলিম নারীদের জন্য একটি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপীয়রা ধরে নিয়েছে। ১৭১৭-১৮ সালে ব্রিটিশ লেডি মেরি ওরটলি মন্টেগু তার কূটনীতিক স্বামী সম্মানীয় এডওয়ার্ড ওরটলি মন্টেগুকে নিয়ে তুরস্ক সফর করেন। পর্দা নির্যাতনমূলক একটি বিষয়– এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তুরস্কে থাকার সময়ে তিনি বলেন, পর্দা নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছে কেননা পর্দার মাধ্যমে নারীরা অচেনাভাবে বাইরে যেতে পারে।[১] এরপরও পর্দা যে নির্যাতনমূলক একটি ব্যবস্থা এটি ঊনবিংশ শতকে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়টি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের ইউরোপীয় উপনিবেশকরণের যুগ। মিসেস আহমেদ তার বইতে যেমন দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিকরা মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন ও উপনিবেশকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আংশিকভাবে মহিলাদের অবস্থার ওপর সেই নতুন ফোকাসকে ব্যবহার করেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় নারী-পুরুষ সবাই, হোক সে উপনিবেশবাদী, পর্যটক, শিল্পী, মিশনারি, স্কলার, রাজনীতিক বা নারীবাদী, তাদের সবারই ধারণা ছিল যে, মুসলিম নারীরা তাদের সংস্কৃতির কারণে নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিম নারীদের নির্যাতনের জন্য গ্রহণযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে পর্দা হলো একটি। এর কারণে বহুবিবাহ, নিঃসঙ্গতা, সহজেই স্বামী কর্তৃক তালাকদানের ন্যায় নির্যাতনমূলক কাজগুলো ঘটেছে। তাদের মতে, বস্তুত পর্দা নারীর জন্য সম্পূর্ণভাবে নিম্নমানের নির্যাতনমূলক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিষয়টি উপমায় (Metaphor) পরিণত হয়। এ ধারণা ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচ্যবিষয়ক ধারণাকে উসকিয়ে দেয়।[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

টরেন্টোতে হিজাব পরার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি

এরপর শীঘ্রই আমি হিজাব পরা শুরু করলাম। ইতোমধ্যে দেখলাম ক্লাসে মাথার স্কার্ফ খুলে না ফেলার কারণে দুই স্কুলছাত্রীকে কানাডার কুইবেক, মন্ট্রিলের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১০] এ ঘটনা কানাডাজুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। কানাডার সমাজে হিজাবের অর্থ ও এর অবস্থান সম্পর্কে বিতর্ক চলতে থাকল। কানাডার এ বিতর্কটা কেন্দ্রীভূত ছিল মাথার স্কার্ফকে ঘিরে। স্কার্ফকে এখানে ভিনদেশি চর্চা বলে মনে করা হতো। তাদের মধ্যে বিতর্কটা ছিল কানাডায় হিজাবকে 'সঠিক' হিসেবে গ্রহণ করা হবে কি না। একটি কানাডিয়ান কমিশন (সিবিসি) টিভিতে একটি নিরীক্ষণমূলক[১১] রিপোর্ট প্রচার করে। রিপোর্টে প্রশ্ন করা হলো : 'হিজাব কি কানাডিয়ান সমাজের অংশ হিসেবে লিটমাস (Litmus) পরীক্ষার ন্যায় টিকতে পারে?' যে ছাত্রীটিকে স্কুল থেকে (কানাডায় জন্ম, কানাডায় বেড়ে ওঠা) বের করে দেওয়া হয়েছে সে ছিল কানাডিয়ান। তাকে বের করে দেওয়ার বিষয়টি ছিল অপ্রত্যাশিত। জেফ্রি সিম্পসন নামের জনৈক লেখক তার *দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল* গ্রন্থে বলেছিলেন, 'মুসলিম নারীরা চাইলে তাদের হিজাব পরতে দেওয়া উচিত'[১২]। তার এ মন্তব্যে দুই নারী হিজাব সম্পর্কে রাগতস্বরে বলতে থাকল যে, হিজাব 'স্পষ্টতই' মুসলিম নারীদের নির্যাতনের প্রতীক।[১৩]

এত আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গেছে তা হলো পর্দা ব্যবহারকারী মুসলিম নারীদের কথা। এ অধ্যায়ে পর্দা ব্যবহারকারী কানাডীয় মুসলিম নারীর বিষয়ে আলোচনায় সে শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি তার মতামতকে সব 'মুসলিমের' মতামত বলে গ্রহণ করতে পারি না। কিছু কিছু মুসলিম নারী হিজাব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে সে- সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পাওয়াই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। ১৯৯৬-এর মে ও জুলাইয়ে কানাডার গ্রেটার টরেন্টোর অন্টারিওতে আমি পনেরোজন সুন্নি ও একজন ইসমাইলি নারীর সাক্ষাৎকার

নিয়েছিলাম। এ ষোলজনের মধ্যে ছয়জন নওমুসলিম। এর মধ্যে দশজন সবসময় হিজাব পরতো (এর মধ্যে পাঁচজন আবার নওমুসলিম), পাঁচজন মাঝে মাঝে হিজাব পরতো। এদের মধ্যে মাত্র দু'জন ভবিষ্যতে সব সময়ের জন্য হিজাব পরবে না বলে জানানো হয়। পনেরো সুন্নি মুসলিমের মধ্যে মাত্র একজন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত না। এছাড়া মানুষ অন্যদের (ইসমাইলি নোহাসহ, যে শুধু তার সম্প্রদায়ের মধ্যেই সক্রিয় ছিল) 'ধার্মিক' বলে[১৪] জানত। উত্তর আমেরিকার মুসলিম পণ্ডিতদের[১৫] ধারণামতে নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করত এমন মুসলিমদের মধ্যে তারা ছিল ছোট্ট একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (প্রায় শতকরা ১-৫ জনের মতো)। আমার কাছে সাক্ষাৎকারদানকারীর নাম প্রকাশ না করার স্বার্থে আমি তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

হিজাবের ধারণা

১. কেন হিজাব?

কানাডায় বসবাসকারী মুসলিম নারীদের কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে: 'এটি কানাডা, তোমরা এখানে স্বাধীন। তোমাদের মাথায় ওই জিনিসটি পরার প্রয়োজন নেই'। এরূপ মন্তব্যের লক্ষ্যে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আনন্দের বা হতাশার হতে পারে, নির্ভর করে তথ্যটি কীভাবে দেওয়া হয়েছে।

একদিন দক্ষিণ এশিয়ার নূর (ছদ্মনাম) নামের জনৈক স্নাতক পর্যায়ের এক ছাত্রী লাইব্রেরি ক্যাফেটেরিয়ায় দুঃখজনক আক্রমণের শিকার হয়। এসময় জনৈক বয়স্ক মহিলা শত্রুর মতো তাকে আক্রমণ করে জানতে চাইল, 'কেন নূর কানাডায় এ-জাতীয় পশ্চাৎপদতাকে নিয়ে আসতে চাইছে?' ওই মহিলা জোর দিয়ে বলতে থাকে যে, 'তারা কানাডায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবলভাবে কাজ করে যাচ্ছে'। তার দাবি, হিজাব পরা হলে নারীর অধিকারের 'সব ধ্বংস হয়ে যাবে'। নূর আর কোনো বক্তব্য দিয়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি অথবা 'সহজেই কারো কাছে ঘৃণার কারণ হতে পারে' এমন কোনো কথা বলতে চায়নি। তার বক্তব্য হলো 'এটি একটি ধর্মীয় বিষয়'। এরপর দেখা গেল মহিলাটি শান্ত হয়ে এসেছে। এরপরও 'সে কিন্তু একমত হতে পারেনি'। তার একটিই কথা, যত কিছুই হোক নূর কোনো অবস্থাতেই হিজাব পরতে পারবে না।